গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.mos.gov.bd

বিষয়: **কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত Operation of Passengers Cruise Ships to carry Hajj Passengers by Sea from Chattogram to Jeddah বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি	:	মোঃ মোস্তফা কামাল সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	২৯-০১-২০২৩ খ্রি.
সময়	:	বিকাল ৩:০০ টা
সভার স্থান	:	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ

সভাকক্ষে উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ : পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

সরাসরি এবং ভার্চুয়ালি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার কাজ শুরু করা হয়। সভার শুরুতে কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত Operation of Passengers Cruise Ships to carry Hajj Passengers by Sea from Chattogram to Jeddah বিষয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভাটির প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা হয়। এ বিষয়ে গত ১০/০৮/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় সমুদ্র পথে যাত্রী/হজ্জ যাত্রী পরিবহনের বিষয়ে বিভিন্ন দিকের (যেমন- যাত্রীদের অবস্থান, ইমিগ্রেশন, সুবিধা ও ঝুঁকি ইত্যাদি) সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যালোচনাপূর্বক কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে, একটি স্টাডি করার জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের আওতাধীন Infrastructure Investment Facilitation Company, Bangladesh (IIFC)-কে কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড এর পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেয়া হয়। গত ০৫/০১/২০২৩ তারিখে IIFC এ বিষয়ে স্টাডি করে কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড বরাবর Feasibility Study Report দাখিল করে। কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড উক্ত সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর আলোচনামতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আজকের এ সভা আহ্বান করা হয়েছে। সভাপতির অনুমতিক্রমে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (জাহাজ) জনাব মোহাঃ আমিনুর রহমান সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে IIFC এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান Feasibility Study Report এর ওপর একটি উপস্থাপনা করেন। উপস্থাপনা শেষে সভায় উপস্থিত সকলকে এ বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

২.০ **আলোচনা:**

২.১ IIFC এর নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান জানান যে, সমুদ্র পথে একটি জাহাজের মাধ্যমে প্রতিবছর ৩,৫০০-৪,০০০ জন হজ্জ যাত্রী চট্টগ্রাম থেকে জেদ্দায় পরিবহন করা হবে। এজন্য ৩,৫০০-৪,০০০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পুরাতন Passengers Cruise Ship ক্রয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে প্রায় ৫০ মিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। তিনি জানান, পুরাতন জাহাজের পরিবর্তে নতুন জাহাজ ক্রয় করা হলে তা ফিজিবল হবে না। কারণ, একটি নতুন জাহাজ অর্ডার দেবার পর নির্মাণ করতে প্রায় তিন বছর সময় লাগবে এবং নতুন জাহাজ ক্রয় করতে বেশি অর্থের প্রয়োজন হবে। তিনি আরো বলেন, বিমানের চেয়ে জাহাজে হজ্জ যাত্রী পরিবহন করা হলে জনপ্রতি প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা কম খরচ হবে। জাহাজে হজ্জ যাত্রীদের ফাইভ স্টার মানের সেবা প্রদান করা হবে। তবে অধিক সংখ্যক হজ্জ যাত্রী পরিবহনের কারণে হয়তো সেবার গুণগত মান রক্ষা করা সম্ভব হবে না। হজ্জ যাত্রী পরিবহনের জন্য বছরে চট্টগ্রাম-জেদ্দায় একটি ট্রিপ দেয়া হবে। এতে যাওয়া-আসা ও হজ্জ পালনসহ মোট সময় লাগবে ৩৭ দিন। এই একটি ট্রিপের মাধ্যমে জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ করা ফিজিবল হবে না। সে কারণে জাহাজ রক্ষণাবেক্ষণ ফিজিবল করার জন্য হজ্জ পালনের ১টি ট্রিপসহ মোট ১১টি ট্রিপের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বাকী ১০টি ট্রিপ হবে পর্যটক পরিবহনের জন্য যার মধ্যে ৫টি ট্রিপ হবে চট্টগ্রাম-চেন্নাই-মালে এবং অন্য ৫টি ট্রিপ হবে চট্টগ্রাম-ফুকেট-সিঙ্গাপুর। তিনি আরো জানান যে, জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী পরিবহনে সুবিধা হলো অধিক সংখ্যক হজ্জ যাত্রী একত্রে থেকে হজ্জের নিয়ম-কানুন রপ্ত করাসহ ধর্ম চর্চা করার সুযোগ পাবেন। এছাড়াও, এ জাহাজের আয় থেকে সরকার বছরে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা রাজস্ব পাবে এবং এ ক্রুজ শিপটিতে প্রায় ৭৫০ জন লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

২.২ সভায় IIFC এর কনসালটেন্ট কমডোর (অবসরপ্রাপ্ত) জাহাঙ্গীর আলম জানান যে, প্রস্তাবিত ৩,৫০০-৪,০০০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্নের অধিক তথা ১০,০০০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহন করা ক্রুজ শিপ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে। সে কারণে ৩,৫০০-৪,০০০ জন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহন সুবিধা সম্বলিত জাহাজ ক্রয় করা যুক্তিসংগত হবে।

২.৩ কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী এম এ রশিদ জানান যে, সমুদ্র পথে প্রস্তাবিত জাহাজে প্রতি বছর প্রায় ৩,৫০০-৪,০০০ জন হজ্জ যাত্রী/পর্যটক যেতে পারবেন। হজ্জের জন্য মোট সময় লাগবে ৩৭ দিন যার মধ্যে চট্টগ্রাম-জেদ্দা যেতে ১০ দিন, জেদ্দা-চট্টগ্রাম আসতে ১০ দিন এবং হজ্জ পালনের জন্য ১৭ দিন সময় লাগবে। সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম-জেদ্দা যাওয়া-আসার জন্য হজ্জ যাত্রী প্রতি পরিবহন খরচ লাগবে ৭০,০০০ টাকা। হজ্জ যাত্রীগণ যতদিন জাহাজে থাকবেন তত দিন পর্যন্ত জাহাজ কর্তৃপক্ষ তাদের সকল দেখাশোনার দায়িত্ব পালন করবে। তিনি আরো জানান যে, চট্টগ্রাম বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি সংলগ্ন কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেডের

নিজস্ব জেটি/টার্মিনাল রয়েছে যেখানে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক ওঠা-নামা করতে পারবেন। তিনি আরো জানান, প্রাস্তাবিত ক্রুজ শিপে বিশুদ্ধ খাবার পানি হিসেবে সমুদ্রের পানি মিনারেল ওয়াটারে রূপান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকবে।

২.৪ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের ক্যাপ্টেন ফরিদুল আলম জানান যে, চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে ২৫০ মিটার পর্যন্ত যাত্রীবাহী জাহাজ টার্মিনাল নির্মাণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদনে বন্দর মোহনা থেকে ৫০০ মিটার উজানে বর্তমান ওয়াটার বার্জ টার্মিনাল এবং নির্মাণাধীন পেনিনসুলা হোটেলের সন্নিকটে ২৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের যাত্রীবাহী জাহাজ টার্মিনাল নির্মাণের স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত স্থানটি নাব্য এবং প্রশস্ত চ্যানেলের তীরবর্তী হওয়ায় ২৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের যাত্রীবাহী জাহাজ ম্যানুভারিং এর উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক নৌসংস্থা আইএমও'র সদস্যভুক্ত দেশ হওয়ায় কনভেনশন অনুযায়ী যাত্রীবাহী জাহাজ চলাচলে আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। তবে, যাত্রীবাহী জাহাজের হজ্জ যাত্রী পরিবহনের পূর্বে চট্টগ্রাম-জেদ্দা রুটে হজ্জ যাত্রীদের পর্যাপ্ত পানীয় জল, রসদ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী, যাত্রীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি নিরাপদ সমুদ্র যাত্রার বিষয়সমূহে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন।

২.৫ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর এম ফজলার রহমান বলেন, সমুদ্র পথে হজ্জ যাত্রী পরিবহনে হজ্জ যাত্রী প্রতি ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে যা ইতিবাচক। তিনি আরও বলেন, ১ জন হজ্জ যাত্রী জাহাজে যাওয়া-আসা বাবদ মোট ২০ দিন সময় পাবেন। তিনি বলেন, হজ্জ যাত্রীগণ জাহাজে থাকাকালীন সময়ে জাহাজ কর্তৃপক্ষ ৩,৫০০-৪,০০০ হজ্জ যাত্রীর সকল দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন কি না তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

২.৬ ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (হজ্জ) জনাব মোঃ মতিউল ইসলাম জানান যে, গত বছর বাংলাদেশ থেকে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ব্যক্তি হজ্জব্রত পালন করেন। তিনি জানান যে, হজ্জ মৌসুম ব্যতীত অন্যান্য সময়ে জাহাজটি পর্যটক পরিবহন সেবায় কাজে লাগানো যেতে পারে। পর্যটক সার্ভিস চালু না করতে পারলে সংশ্লিষ্ট জাহাজ কর্তৃপক্ষ ব্যবসায় টিকে থাকতে পারবে না। তিনি আরো জানান যে, শুধুমাত্র ফিলিপাইনের ১টি জাহাজ সমুদ্র পথে হজ্জ যাত্রী পরিবহন করে থাকে, এছাড়া অন্য কোনো দেশের জাহাজ হজ্জ যাত্রী পরিবহন করে না। তিনি আরো জানান, প্রস্তাবিত ক্রুজ শিপটি পুরাতন। পুরাতন ক্রুজ শিপের পরিবর্তে নতুন ক্রুজ শিপ ক্রয় করা যায় কিনা সে বিষয়ে আরো পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

২.৭ সভাপতি জানান যে, সমুদ্র পথে জাহাজে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহনের জন্য সবকিছু বিবেচনা করে অগ্রসর হতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান IIFC এর প্রতিবেদনে সমুদ্র পথে জাহাজে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহন কার্যকর প্রতীয়মান হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কম খরচে সমুদ্র পথে হজ্জ পালনের সুযোগ দেয়া হলে তাদের অনেকেই উপকৃত হবে। সমুদ্র পথে হজ্জ পালনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি নতুন প্যাকেজ তৈরি করতে পারে। সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম আগামী ২০২৪ সাল হতে শুরু করা যেতে পারে। সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

৩.০ সিদ্ধান্ত:

সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করতে হবে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩.২	সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী পরিবহন সংক্রান্ত কার্যক্রম আগামী ২০২৪ সাল হতে শুরু করা যেতে পারে।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
৩.৩	কোনো বেসরকারি হজ্জ এজেন্সি জাহাজে হজ্জ যাত্রী পরিবহনে কোনো প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু করতে চাইলে তারা ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু করতে পারে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.৪	সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী পরিবহনের জন্য ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি আলাদা প্যাকেজ প্রস্তুত করতে পারে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩.৫	সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহনের সুবিধার্থে যাত্রীগণ জাহাজে ওঠার সময় ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা করতে হবে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
৩.৬	সমুদ্র পথে জাহাজে করে হজ্জ যাত্রী/পর্যটক পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রটোকল/চুক্তির বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় ভূমিকা পালন করবে।	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

৪.০ পরিশেষে, সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি কর্তৃক উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ০৬/০২/২০২৩
(মোঃ মোস্তফা কামাল)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নং-১৮.০০.০০০০.০২৪.২৬.০০১.২০২২- ৯৯

তারিখ: ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

বিতরণ: সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) চেয়ারম্যান (সিনিয়র সচিব), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২) সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৩) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৪) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫) সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ইস্কাটন, ঢাকা
৬) নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৭) সচিব , প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
৮) সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৯) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১১) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১২) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সচিব), পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ কর্তৃপক্ষ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজাগাঁও, ঢাকা
১৩) চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম
১৪) চেয়ারম্যান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা, বাগেরহাট
১৫) চেয়ারম্যান, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পটুয়াখালী
১৬) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন, ঢাকা
১৭) প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা
১৮) যুগ্মসচিব, উন্নয়ন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
১৯) মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা
২০) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
২১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন, চট্টগ্রাম
২২) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২৩) সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২৪) প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌবাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম।
২৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স লিমিটেড, ফ্ল্যাট -৩/সি, হাউজ-৬, রোড-২, বনানী, ঢাকা-১২১৩।
২৬) সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২৭) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন/বন্দর/সংস্থা-১/সংস্থা-২) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা
২৮) যুগ্মসচিব (জাহাজ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা

০৭/০২/২৩

(মোহাঃ আমিনুর রহমান)
উপসচিব
ফোন: ২২৩৩৮০৭৮৬
ds.ship@mos.gov.bd